R. N. No. 2532/57

Phone No. RGG.112

Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন ঃ ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

উৎসবে-অনুষ্ঠানে
কিংবা প্রমোদ ভ্রমণে
ইনভিমেন্ট (এস)
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ
ভারতের যে কোন স্থানে
ভ্রমণের জন্য নির্ভরযোগ্য
বাস সার্ভিস

১২শ বর্ষ, ২২ শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ২৯শে আশ্বিন বুধবার, ১৩৯২ সাল
১৬ই অক্টোবর ১৯৮৫ সাল।

নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা
বার্ষিক ১২৲, ১৭৲ সডাক

শহরের অংশ হয়েও সব সুযোগে বঞ্চিত ধনপতনগর !

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ জঙ্গিপুর পৌরসভার ১০নং ওয়ার্ড ধনপতনগর। নামেই নগর, কিন্তু শহরের সব সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত এই ওয়ার্ডের অধিবাসীরা। অধিবাসীর সংখ্যাও কম নয় প্রায় ২½/৩ হাজারের মত বসতি ২৫০ ঘরের উপর। প্রায় সকলের পশ্চাদবর্তী চাঁই সম্প্রদায়ভুক্ত। দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে। তরিতরকারীর চাষ ও হাটেবাজারে বিক্রি তাদের বেঁচে থাকার পথ। চাকরীজীবীর সংখ্যা খুবই কম। শিক্ষিতের হারের অবস্থাও তথৈবচ। এক শতাব্দীরও অধিক কাল যে ওয়ার্ড জড়িত রয়েছে পৌরশহরের সাথে, তার উন্নতির জন্য বিশেষ কোন চেষ্টা হয়েছে এমন নবুদ নাই। পথঘাট পূর্বে একেবারেই চলার অযোগ্য ছিল। মধ্যে চেয়ারম্যান মুক্তিপদ চট্টোপাধ্যায়ের সময়ে রাস্তাগুলিকে ইট-বালি দিয়ে বাঁধায় করা হয়। কালের কবলে তা আজ পাগলা কুকুরের দাঁতের মতো বীভৎস মূর্ত্তি ধারণ করেছে। বর্ত্তমান বোর্ডের কর্মকর্তাদের প্রচেষ্টায় নদীর অপর পারের পশ্চিম পূর্বগামী পথটুকু পীচ বাঁধাই হয়েছে। কিন্তু গোটা অঞ্চলে কোথাও আলোর ব্যবস্থা নাই। পূর্বে কেরোসিন ল্যাম্পের ব্যবস্থা ছিল, সেগুলি কেরোসিনের অভাবের সময় তুলে দেওয়া হয়। পৌর কর্তৃপক্ষ ঐ অঞ্চলে বিজলীবাতি ব্যবস্থার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। কিন্তু বিদ্যুৎ বিভাগ সমস্ত দিক বিবেচনা করে রিপোর্ট দেন, ঐ অঞ্চলের জন্য পৃথক ট্রান্সফরমার না বসাতে পারলে বিজলী বাতির বন্দোবস্ত করা সম্ভব নয়। ব্যয়ের পরিমাণ অস্বাভাবিক হওয়ায় ঐ পরিকল্পনা চাপা পড়ে। পূর্ব পরিকল্পনানুযায়ী যে টাকা অনুমোদিত হয়েছিল তাতে ঐ অঞ্চলের রাস্তায় পীচ বাঁধানোর প্রস্তাব গৃহীত হয়। পরে রাস্তা পীচ হলো ঠিকই কিন্তু আলোর সমস্যা জটিল হয়ে উঠল। কেরোসিন ল্যাম্প উঠে গেল, বিজলী বাতির চলও হলো না। ফলে শহরের অংশ হয়েও এই অঞ্চলের অধিবাসীদিকে বাস করতে হচ্ছে অন্ধকারে, সাপখোপের ভয়কে পাশে নিয়েই। তদুপরি এই অঞ্চলের সঙ্গে শহরের অন্যান্য অংশে যোগাযোগের কোন পথও গড়ে উঠেনি। বহু পূর্বে ধনপতনগর ও বালিঘাটার মধ্যে গঙ্গার উপর একটি স্থায়ী পুর ফেরী ঘাট ছিল। এই ঘাট দিয়ে ধনপতনগরের গ্রামবাসীরা শহরের বাজারে আনাজপত্র নিয়ে আসতেন। দীর্ঘকাল হল ফেরী ঘাটটি উঠে গিয়েছে, পথটিও হয়েছে বন্ধ। অপর দিকে জঙ্গিপুরের সঙ্গে সঙ্কীর্ণ পথটি সকল সময়েই প্রায় জলে ডুবে অচল হয়ে থাকে। এই পথটিকে প্রশস্ত করার পরিকল্পনা কোন দিনই নেওয়া হয়নি। তার প্রধান অন্তরায় জমি অধিগ্রহণ। শহরের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের জমি অধিগ্রহণের ক্ষমতা কোন কালেই পুর কর্তৃপক্ষের ছিল না। বালিঘাটার রাস্তাটিকে উন্নত করে মাঝের ফেরীঘাটটিকে পুনরায় চালু করতে পারলে এই অসুবিধা দূর হত। কিন্তু পৌর প্রতিনিধিরা কেন সেটি সম্পূর্ণ করতে রাজী নন তার কোন সঠিক যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। বর্তমান পৌরপতির সাথে এক সাক্ষাৎকারে জানা যায়, ঐ পরিকল্পনা নাকি প্রচুর ব্যয়সাধ্য। কিন্তু কেন ব্যয়সাধ্য হওয়ার অজুহাতে শহরের একটি অংশের ২৫০০ নাগরিককে শহরের অন্যান্য অংশের সঙ্গে যোগাযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা হবে? এর কারণ কি এই নাগরিকরা দীনদরিদ্র ও অশিক্ষিত সম্প্রদায়ভুক্ত? তদুপরি (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

গোচারণ ক্ষেত্রের দাবীতে

সাগরদীঘি ঃ গত ২০ সেপ্টেম্বর জঙ্গিপুর মহকুমা যাদব সমিতির ডাকে গোচারণ ক্ষেত্রের দাবীতে এক বিক্ষোভ মিছিল বার হয়। মিছিল শেষে সাগরদীঘি থানায় গণডেপুটেশন দেওয়া হয়। দাবীগুলির অন্যতম ছিল যাদবদের ব্যবহারের জন্য পশু চারণ ক্ষেত্র নির্দিষ্ট করে দেওয়া। কেননা এ অঞ্চলের পতিত জমির অধিকাংশ বনসৃজন প্রকল্পের আওতায় নিয়ে নেওয়ায় গো-মহিষাদি পশু চারণ ক্ষেত্রের অভাব দেখা দিয়েছে। তদুপরি বনসৃজন প্রকল্পের মাঠে পশুচারণের অপরাধে যাদবদিকে গ্রেপ্তার করে হয়রানি করা হচ্ছে। কখনও কখনও অযথা মামলায় জড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। যাদব সমিতি দাবী করেছেন—অযথা হয়রানি বন্ধ করতে হবে, মামলাগুলি প্রত্যাহার করতে হবে এবং তাঁদের জন্য পশুচারণ ক্ষেত্র নির্দিষ্ট করে দিতে হবে।

খসে পড়লো ময়ূর পুচ্ছ

ধুলিয়ান ঃ সম্প্রতি এখানে দোকান সংস্থা বিভাগের জনৈক ইন্সপেক্টার চারুচন্দ্র সাহার দোকানে এসে খাতাপত্র দেখতে চান। সন্দেহ হওয়ায় চারুবাবুর ভাই হেমবাবু তাঁর আইডেনটিটি চ্যালেঞ্জ করেন। বেকায়দায় পড়ে অফিসারটি তাঁর প্রকৃত পরিচয় দিতে বাধ্য হন। সংবাদে প্রকাশ, তিনি সামসেরগঞ্জ ব্লকের ভারপ্রাপ্ত মিনিমাম ওয়েজেস ইন্সপেক্টার। দোকান সংস্থার খাতাপত্র দেখার তাঁর কোন এক্তিয়ার নেই। ধুলিয়ানের ব্যবসায়ী মহলে এই নিয়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

সেনাপতির স্পেশাল ব্লেণ্ড
ভাল গুঁড়া ও সুস্বাদু সি, টি, সি
প্রতি কেজি ২৫০০
"পূজা কনসেশন চা"
চা ভাণ্ডার
দার্জিলিং ছোট পাতা, শিকারের
সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৯শে আশ্বিন বুধবার, ১৩৯২ সাল

শারদীয় দুর্গোৎসব

স্মরণাতীত অতীতে প্রসুপ্তা মহাশক্তির অকালবোধন ঘটাইয়া শ্রীরামচন্দ্র রাবণবধের শক্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। যুগের পর যুগ অতিক্রান্ত হইয়াছে; শিব শক্তিসাধক বাঙ্গালী হিন্দু অকালবোধনে শারদীয়া দুর্গা পূজাকেই তাহার শ্রেষ্ঠ জাতীয় উৎসব বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। বস্তুতঃ এই পূজা আবাল-বৃদ্ধবনিতা বাঙ্গালী চিত্তকে কেন যে এত আলোড়িত করে, আর কেনই বা পূজার কয়েকটি দিনকে বৎসরের শ্রেষ্ঠ শুভদিন হিসাবে গ্রহণ করিবার মানসিকতা—তাহার কারণ অন্যত্র নিহিত।

আর্য আগমনের প্রাক্ যুগে তৎকালীন বঙ্গদেশবাসী মাতৃতান্ত্রিক ছিল। যুগের প্রবহমানতায় তাহার মাতৃপ্রাধান্যের ধারা আজিও এক ঐতিহ্যসূত্রী হইয়া রহিয়াছে। তাই দেবী দুর্গার মধ্য দিয়া সে একদিকে যেমন মাতৃ হৃদয়ের স্নেহ করুণার সন্ধান পাইয়াছে, অপরদিকে তেমনি পূজার চতুর্থ দিনে দেবীর প্রস্থানে স্নেহলালিতা কন্যার শ্বশুরালয় গমনে বেদনাবিধুর বিরহ রস-পরিপ্লুত হইয়াছে। উভয় পরিপ্রেক্ষিত যেন স্নেহবাৎসল্যের সহস্র ধারায় উৎসারিত এক পবিত্র পরিমণ্ডল। সর্বসিদ্ধিদায়িনী দেবীর নিকট সন্তানরূপে বাঙ্গালীচিত্ত সরলপ্রাণে নির্দ্বিধায় যাহা চাহিবার চাহিয়াছে। ভক্ত চাহিয়াছে ঈশ্বরী মাতার যোগ্য সন্তানরূপ লাভ করিতে।

দেবীর সন্তান হইতে গেলে আসুরভাব ত্যাগ করিতে হইবে, আনিতে হইবে দেবভাব। আসুরভাবের প্রাধান্যে দেবভাবসমূহ মানস-লোকে 'স্বর্গান্নিরাকৃতাঃসবে'। জাগতিক দম্ভ, কাম, ক্রোধ, অহঙ্কার প্রভৃতি বিরুদ্ধ-ভাবসমূহ জীবাত্মা-পরমাত্মার মিলনে বিঘ্ন ঘটাইয়া থাকে। সাধকের নিয়ন্ত্রিত চিত্তবৃত্তি যেন 'অতুলং তত্র তত্তেজঃ সর্বদেবশরীরযম্/ একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্তলোকত্রয়ং ত্বিষা'—সেই বিরুদ্ধ ভাবসমূহ অর্থাৎ বিঘ্নরূপ দানব-কুল বধ করিয়া জীবাত্মাকে পরমাত্মায় মিলিত করে। মনের বিরুদ্ধভাবগুলি সেই সব অসুর এবং নিয়ন্ত্রিত চিত্তবৃত্তিকে লব্ধপ্রবল আত্মিক শক্তি সেই মহাশক্তি যাঁহার জাগরণ হৃদয়ের ঐকান্তিকতায় নিষ্ঠায় ও আত্ম-সমর্পণে।

ইহা শক্তিসাধনার গূঢ়তত্ত্ব। বাঙ্গালী হিন্দুর প্রাণমন মাকে ডাকে, কন্যার রূপ দেখে। যে যেমনই ডাকুক, যে যেমনই দেখুক, সবই তন্ময়তাময় এবং ভাবাবেগপ্লুত।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্র লেখকের নিজস্ব)

কমার্স বিভাগ প্রসঙ্গে

আপনার ২৫ সেপ্টেম্বরের সংখ্যায় "কার পাপে বলি হচ্ছে কমার্সের ছাত্রেরা?" সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে আমার কিছু বক্তব্য আছে। উক্ত সংবাদে জংগীপুর কলেজে "কমার্স বিভাগে একজন বিভাগীয় প্রধান হিসাবে আছেন" বলা আছে। যাই হোক কমার্স বিভাগের সিনিয়র মোষ্ট লেকচারার হিসাবে আমার বক্তব্য এই যে আমি শারীরিক কারণে বা বিশেষ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে আমার সহকর্মীদের মতই আমি সবেতন ছুটি নিতে বাধ্য হই এবং এই ছুটির দিনগুলো ছাড়া নিয়মিত ক্লাস নিই। প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডঃ ধরের সময়ে বাণিজ্য-বিভাগে প্রয়োজনমত আরোও দু'জন লেকচারারের জন্য ডি, পি, আই অফিসে আবেদন করা হয়েছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত আমরা সেই তিনজনই রয়ে গেলাম। তাছাড়া বর্ত্তমানে ক্লাস পরিচালনার ব্যাপারে আমার কোন মতামত গৃহীত হয় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, অনেক চেষ্টার পরও আজ পর্যন্ত একাদশ শ্রেণীতে "Business Economics including Business Mathematics বিষয় পড়ানোর কোন ব্যবস্থা হয়নি।

জয়কৃষ্ণ শুকুল, জংগীপুর কলেজ

নয়া চন্দ্রগুপ্ত

শ্রীগোপাল ভণ্ড

সত্য সেলুকস! কি বিচিত্র এই দেশ! দিনে প্রচণ্ড সূর্য এর নীল আকাশ পুড়িয়ে দিয়ে যায়, আর রাত্রে বাক্য বিশারদ সরকারের 'চল্‌বে না, চল্‌বে না'—বাহিনী এর সমস্ত বিজলীবাতি নিভিয়ে রেখে লাগাতার লোড্‌শেডিং করে কর্মকুশলতার পরিচয় দেয়।

তামসী রাত্রে যখন সারা নগর অন্ধকারে ডুবে যায়, গৃহাভ্যন্তরে মানবশিশুরা দীপালোকের আলোআঁধারিতে পাঠাভ্যাসের প্রাণান্ত প্রচেষ্টা চালায়, রাজপথে অসমসাহসী সাইকেল ও রিক্‌শাচালকরা বিনা আলোয় পথচারীদের বিমর্দিত করে ঊর্ধশ্বাসে ছুটে চলে, আমি বিস্মিত আতঙ্কে চেয়ে থাকি।

এ জাতি জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি রেখে যাবে। এরা অন্যায়ের প্রতিবাদ করে না। বুদ্ধের অনন্ত ক্ষমার শিক্ষা গ্রহণ করে এরা ভণ্ড বাক্যবীরদের সমস্ত গালভরা প্রতিশ্রুতি ও স্তোকবাক্য নীরবে হজম করে! সেলুকস! দূর ম্যাসিডন থেকে রাজ্য জনপদ তৃণসম পদতলে দলিত করে চলে এসেছি। ঝঞ্ঝার মত এসে মহাশত্রুসৈন্য ধূমরাশির মত উড়িয়ে দিয়েছি। নিয়তির মত দুর্বার, হত্যার মত করাল, দুর্ভিক্ষের মত নিষ্ঠুর আমি অর্দ্ধেক এসিয়ার বক্ষের উপর দিয়ে আমার রুধিরাক্ত বিজয়-শকট অবাধে চালিয়ে গিয়েছি। কিন্তু বাধা পেলাম প্রথম—এই ভঙ্গ দেশে! এ দেশে যুবকদের উদ্ভাবনী কূট কৌশলের কাছে ম্যাসিডনের হাবা-গোবা কাষ্ঠ-মস্তিষ্ক সৈনিকরা কতক্ষণ ব্যূহরক্ষা করতে পারবে!

জনগণের সেবায় উৎসর্গীকৃতপ্রাণ এদেশের তা-বড় তা-বড় নেতারা শীতাতাপনিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে বিপ্লবচিন্তায় গলদ্‌ঘর্ম, বেকার যুবকদের কাজ দিলে বিপ্লব করবে কারা? তার চেয়ে বেকারদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে ডামাডোলের বাজারে লুটে পুটে খাওয়া ভাল।

কিন্তু সেলুকস! এদেশের নেতারা তাদের দেশের তরুণদের এখনও চেনেনি। এই শারদ প্রভাতে ঐ দেখ, তরুণরা তাদের পুচ্ছ কেমন উচ্চে তুলে নাচাচ্ছে! যূথবদ্ধ তরুণরা ঐ দেখ চাঁদার খাতা হাতে বীরবিক্রমে নিরীহ নাগরিক ও পথচারীদের আটক করে তাদের মুক্তকচ্ছ করছে। এই পুণ্যভূমির ঋষিকল্প পূর্বপুরুষরা উত্তর পুরুষদের জন্য পূজাউৎসবগুলি সৃষ্টি করে গিয়েছিলেন। তাইতো আজ এই বেকার যুববাহিনী উৎসবকে উপলক্ষ করে জনসাধারণকে দোহন করতে পারছে।

ক্ষমতা থাকুক বা না থাকুক, বাড়ীতে উৎসবের দিনে শিশুরা নতুন জামা পাক বা না পাক, প্রতিটি নাগরিককে প্রতি পাড়ার এই যুববাহিনীকে খুশি করতেই হবে। এই সেকুলার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বাস করবে, আর পাড়া-বেপাড়ার যুবকদের ফূর্ত্তি করার খোরাক জোগাবে না—ওসব মাম্‌দোবাজী এই পুণ্যভূমিতে চল্‌বে না। জনগণ এদেশে জন্ম থেকেই চাঁদা দেওয়ার জন্য যুবকদের কাছে বলিপ্রদত্ত। আর খুশিমত চাঁদা

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

রেলের সরঞ্জামসহ ট্রাক ধৃত

সাগরদীঘি : সম্প্রতি মোড়গ্রামের কাছে একটি মাল বোঝাই ট্রাককে জঙ্গিপুরের এস ডি পি ও আটক করেন। ট্রাক থেকে প্রচুর রেলের সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়। ড্রাইভার ও উক্ত মালের তিনজন অংশীদার ধরা পড়ে। ট্রাকটি লোহাপুরের বলে জানা গেছে।

পিস্তল উদ্ধার

ধুলিয়ান : সম্প্রতি চাচণ্ড গ্রামে পুলিশ সন্দেহজনক দুটি যুবকের কাছ থেকে গুলিসহ পিস্তল উদ্ধার করে। যুবকদের নাম সেরাজুল সেখ ও শিশ মহম্মদ। খবরে প্রকাশ গত ৩১ আগষ্ট বাসুদেবপুরে এক ব্যক্তি খুন হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাচণ্ডা গ্রামে একটি পুলিশ ক্যাম্প বসে। পুলিশ কর্মীদের তৎপরতায় পিস্তল দুটি উদ্ধার হয়। যুবক দুটি নাকি স্বীকারোক্তি করে মফিজুদ্দিন নামে জনৈক গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যর কাছ থেকে তারা পিস্তল দুটি পায়। পুলিশী তদন্ত চলছে।

আদিবাসী উৎসব— দাঁশাই বোঙ্গা

সাগরদীঘি : গত ৩০ সেপ্টেম্বর চাঁদপাড়া গ্রামের আদিবাসী উন্নয়ন সমিতি প্রাঙ্গণে আদিবাসী উৎসব দাঁশাই বোঙ্গা অনুষ্ঠিত হলো। অর্থলোভে, স্বার্থান্ধ মানুষ মানুষের ক্ষতি করতে দ্বিধা করছে না; সেই অবস্থা থেকে উন্নত করে মানুষকে মানুষ করে তোলার মানসে আদিবাসী গুরুরা বড় বড় করতাল ও ময়ূর পাখার গোছা হাতে নিয়ে দাঁশাই নৃত্য করে ও বোঙ্গার উৎসব পালন করে। এই উৎসব চলবে পুরো আশ্বিন মাস। চাঁদপাড়ার আদিবাসীরা প্রাচীন স্মৃতি রক্ষা করতে এই উৎসব পালন করে। অনুষ্ঠানে সাগরদীঘির বি ডি ও নন্দদুলাল ভকত আদিবাসীদের অর্থনৈতিক মান উন্নয়ন সংক্রান্ত একটি পরিকল্পনার কথা বুঝিয়ে বলেন।

৭৫ বর্ষ পূর্তি উৎসব

জঙ্গিপুর : স্থানীয় ঐতিহ্যসম্পন্ন প্রাচীন পাঠাগার সরস্বতী লাইব্রেরী পঁচাত্তর বর্ষ পূর্তি উৎসব করতে চলেছে। ডিসেম্বরের শেষ দিকে আবৃত্তি, গান, ছবি আঁকা, থিয়েটার ছায়াচিত্র প্রদর্শনী বিতর্ক, খেলাধূলা প্রভৃতি নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের আমন্ত্রণ জানান হবে। পঁচাত্তর বর্ষ পূর্তি উৎসব উপলক্ষে একটি মনোজ্ঞ স্মারক গ্রন্থও প্রকাশিত হবে।

করের বোঝা বাড়ল স্ট্রীট লাইট জ্বললো

সাগরদীঘি : স্ট্রীটের লাইটপোষ্টে বাল্ব লাগানো শেষ হলো, এবার আলো জ্বলবে। এই আলোর কর গুণতে হবে সাগরদীঘির দরিদ্র জনগণকে। রিক্সা বা টাঙ্গা চালকদিকেও বইতে হবে আলোর করের বোঝা। নাগরিকদের প্রশ্ন, যদি যানবাহনকে করের বোঝা বইতে হয় তবে ট্রাক বাস বাদ যাবে কেন? এক প্রশ্নের উত্তরে প্রধান জানালেন, সে সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে। এমনকি এই ব্যবস্থা মেনে নিয়ে অঞ্চলের অন্যান্য গ্রামগুলি চাইলে তাদেরও স্ট্রীট লাইটের সুযোগ দেওয়া হবে।

বজ্রাঘাতে মৃত্যু

জঙ্গিপুর : গত ২ অক্টোবর রঘুনাথগঞ্জ থানার মিঠিপুর ও সেকেন্দরার মাঝে আখড়ার মাঠে গরু চড়াতে গিয়ে, সেকেন্দরার নারায়ণ ঘোষ দুটি গরুসহ বজ্রঘাতে মারা গিয়েছে।

নয়া চন্দ্রগুপ্ত

(২য় পৃষ্ঠার পর)

আদায় করা বেকার যুবকদের সাংবিধানিক অধিকার।

পূজামণ্ডপে দেবীকে সাক্ষি রেখে কয়েকদিন অহোরাত্র মাইকবাহিত রাষ্ট্রভাষার চটুল সিনেমা সঙ্গীত নিরীহ নাগরিকদের কর্ণপটহ ভেদ করবে।

সেলুকস্! চাঁদার খাতা ও এই শব্দভেদী বান নিয়ে এই যুববাহিনী যদি আমার গ্রীক সৈনিকদের আক্রমণ করে তবে আমার ক্ষীয়মান রাজকোষে মুষিকের লম্ফ প্রতিযোগিতা শুরু করবে, বধির গ্রীকবাহিনীকে নিয়ে লোডশেডিংয়ের রাজ্যে আমাদের পর্যুদস্ত হতে হবে। তার চেয়ে চল, মানে মানে ম্যাসিডনে ফিরে যাওয়াই ভাল।

বিপুল সমাবেশ—
ধন্নালাল
মোহনলাল জৈন
জেলার যে কোন বস্ত্র প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা কম মূল্যে সবরকম বস্ত্র সংগ্রহের জন্য আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।
জৈন কলোনী, পোঃ ধুলিয়ান
জেলা মুর্শিদাবাদ ॥ ফোন : ধুলিয়ান ৯

নিখুঁত টিভি
প্যানোরামা
এক বছরের গ্যারান্টিসহ
বিক্রেতা :
টেলিষ্টার ইলেকট্রনিক্স
রঘুনাথগঞ্জ, ফুলতলা, মুর্শিদাবাদ
বিঃ দ্রঃ টিভি সারভিসিং করা হয়।

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি
সিমেন্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে
আমরা সরবরাহ করে থাকি
কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার
ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং
প্রোঃ রতনলাল জৈন
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোনঃ জঙ্গি ২৭, রঘু ১০৭

আমার জীবনই
আমার বাণী

সত্য
অহিংসা
শান্তি
প্রেম
সহনশীলতা
নির্ভীকতা
সরলতা
সাম্য
স্বদেশী

গান্ধীজীর কাছে এগুলি কয়েকটি প্রতীকী শব্দমাত্রই ছিল না। তাঁর প্রতি কাজ, প্রতিটি আচরণ ছিল ঐ পরশমণিগুলির স্পর্শে উজ্জ্বল।
আর তাই তাঁর জীবন ছিল মানবতা, মানবীয় মূল্যবোধের সার-সত্বা। তাঁর উচ্চারিত প্রতিটি বাক্য শুধু শব্দের সমষ্টি-মাত্রই ছিল না—ছিল প্রকৃত অর্থে মহাত্মার বাণী।

এই বাণীই আমাদের
চিরদিনের প্রেরণা
হয়ে থাকুক

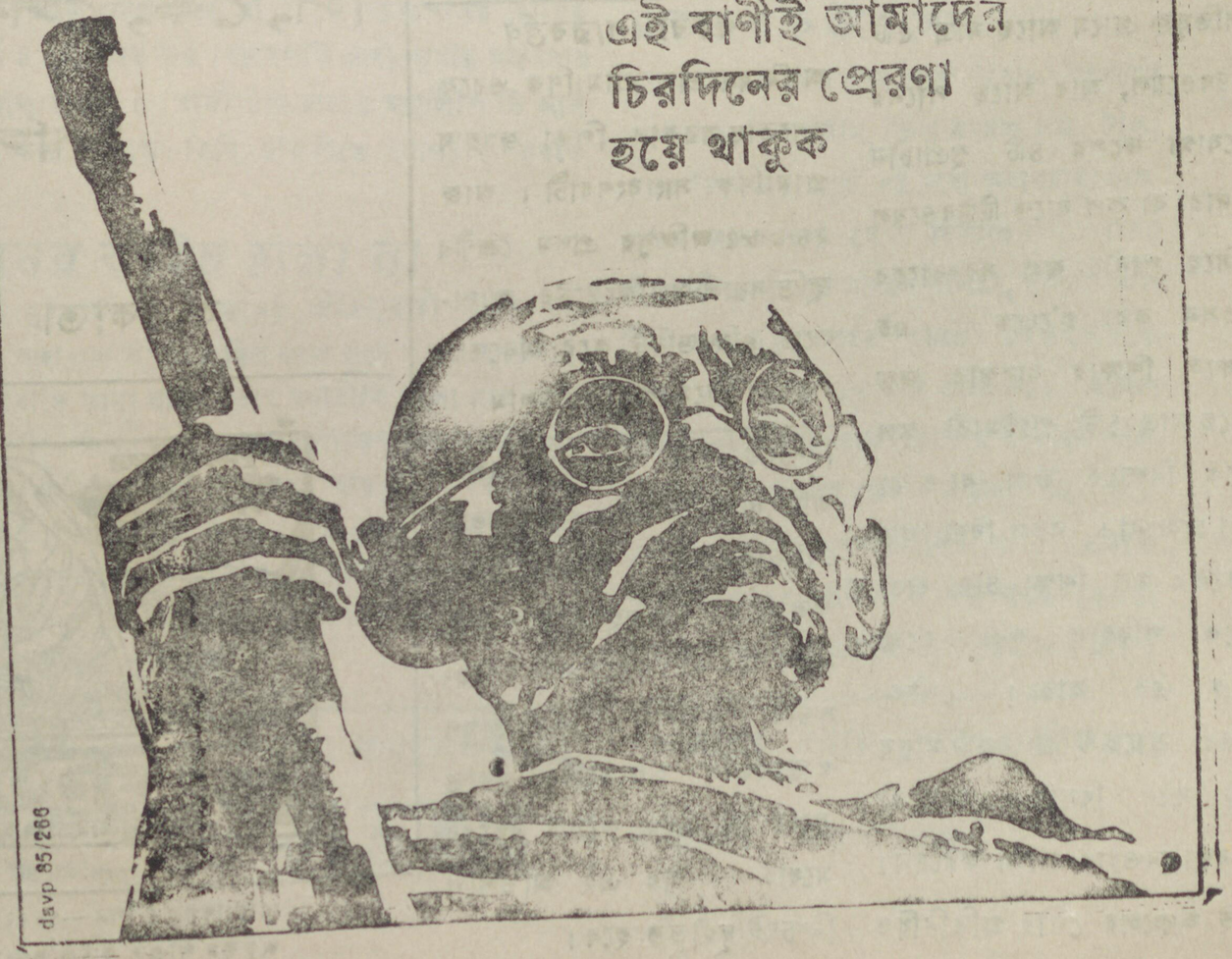

লাক্সারী বাসে দুঃসাহসিক ডাকাতি এস, ডি পি, ও কিছুই জানেন না

রঘুনাথগঞ্জ : গত ৯ অক্টোবর রাত্রি ১১টা নাগাদ ফরাক্কা থানার জিগরী মোড় ও আকুড়া ব্রীজের মাঝামাঝি জায়গায় দুর্বৃত্তরা রাস্তার উপর তৈলাক্ত জাতীয় পদার্থ ফেলে রাখার ফলে কলকাতা মুখী একটি এয়ার কণ্ডিশন লাক্সারী বাস উল্টে যায়। প্রখ্যাত বেতার শিল্পী কালীপদ দে সপরিবারে ঐ-বাসে শিলিগুড়ি থেকে কলকাতা ফিরছিলেন। তাঁর বড় ছেলে দীপক দে আমাদের প্রতিনিধি-কে জানান—বাসটির গতি হঠাৎ কমে যায় এবং পর মুহূর্তে পুরো বাস পিছনের দিকে ঘুরে গিয়ে তিন পাল্টি খায়। অন্ধকারের মধ্যে বাস ভর্ত্তি যাত্রীর চিৎকার কান্নাকাটি শুরু হয়ে যায়। সেই সময় কয়েকটি বোমা ফাটে। দুর্বৃত্তরা বাসে ঢুকে যাত্রীদের মারধোর শুরু করে দেয় এবং সর্বস্ব লুট করে নিয়ে পালায়। কালীপদবাবুর ছোট ছেলে আশিষ জানান, তাঁদের সাত বছরের ভাগ্নে কুটুর বোমার আঘাতে সাংঘাতিকভাবে জখম হয়। তার বুকের বেশ খানিকটা জায়গা পুড়ে গিয়েছে। জঙ্গিপুর থেকে তাকে বহরমপুর হাসপাতালে পাঠান হয়েছে। কালীপদবাবুর স্ত্রী উমাদেবীও ঘাড়ে জোর আঘাত পান। অন্যান্য আরও কিছু যাত্রী আহত অবস্থায় জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্ত্তি হন। জনৈকা নেপালী ভদ্র মহিলার মাথা দুর্বৃত্তদের অস্ত্রের আঘাতে গুরুতরভাবে জখম হয়েছে। এ ব্যাপারে এস, ডি, পি, ওর সঙ্গে যোগা-যোগ করলে উনি বাস ডাকাতির ঘটনা পুরোপুরি অস্বীকার করেন। যান্ত্রিক গোলযোগই বাস দুর্ঘটনার কারণ বলে জানান। দুর্বৃত্তরা এখন পর্যন্ত কেও গ্রেপ্তার হয়নি বলে খবর।

সুধীরদা চলে গেলেন

রঘুনাথগঞ্জ : আমাদের সকলের পরিচিত ও কাছের মানুষ সুধীর দাস এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় গত ১৫ অক্টোবর মারা গেলেন। তিনি সকলের কাছে 'সুধীরদা' নামেই পরিচিত ছিলেন। মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনন্দিন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা আমরা তাঁর কাছ থেকে পেতাম। দৈনিক যোগাযোগের নিবিড় সূত্রে তিনি আমাদের কাছের মানুষ হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর এই মর্মান্তিক আকস্মিক মৃত্যু আমাদের মনকে বিশেষভাবে স্পর্শ করেছে। আমরা তাঁর আত্মার চিরশান্তি কামনা করি। শনিবারে 'দেশ' পেলাম না কেন এর জন্য আমরা আর সুধীরদার খোঁজ করব না।

ফোন : ১১৫
সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর শ্লাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৮

যৌতুকে VIP
সকল অনুষ্ঠানে VIP
ভ্রমণের সাথী VIP
এর জুড়ি কি আর আছে!
সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুলুরদোকানের
VIP সেন্টারে
এজেন্ট
প্রভাত ষ্টোর (দুলুর দোকান)
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং
লিমিটেড
কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

নব সুযোগে বঞ্চিত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পৌর শহরের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্বাচ্ছন্দ সব কিছুর সুযোগ থেকে যারা বঞ্চিত তারা কি পথে যাতায়াতের সুযোগটুকুও পেতে পারেন না? পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা বলতে এই ২৫০ বসতিযুক্ত গ্রামে আছে মাত্র ৫টি টিউবওয়েল, আর আছে পানের অযোগ্য জলের ৪টি সুপ্রাচীন ইঁদারা বা কূপ যাতে টিউবওয়েল বসিয়ে পানীয় জল সরবরাহের প্রহসন করা হ'য়েছে। এই অঞ্চলে শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য আছে মাত্র ১টি প্রাইমারী স্কুল যাকে নিশ্চয়ই ভাল ব্যবস্থা বলা চলে না। বহুল বিজ্ঞাপিত সকলের জন্য শিক্ষা চায় ব্যবস্থাকে পরিহাস করা হচ্ছে নাকি এর দ্বারা! পৌরপতির কাছে গ্রামের মানুষ এই সব বিষয়ে জরুরী ব্যবস্থা নেওয়ার আশা করছেন। এই অঞ্চলের পৌর প্রতিনিধিও নিশ্চয়ই তাঁর অঞ্চলের অভাব অভিযোগ নিয়ে পৌর সভায় সোচ্চার হবেন। হয়তো সকল অভাবকেই এই মুহূর্ত্তে পূরণ করা সম্ভব হবে না। তবে যদি পৌর-সভার বর্ত্তমান কর্মকর্তাগণ প্রস্তাবগুলি অনুমোদিত করতে সচেষ্ট হন, তবে কয়েক বছরের মধ্যেই শতাব্দীর এই অভিশাপ নিশ্চয়ই দূরীভূত হবে।

জায়গা বিক্রী

মিয়াপুরে মেন রোডের উপর বাসপোযোগী জায়গা বিক্রয় আছে। প্লট করে বিক্রয় করা হবে। যোগাযোগ করুন।

শ্রীশিবপ্রসাদ সরকার
ষ্ট্যাম্প ভেণ্ডার
জঙ্গীপুর রেজেষ্ট্রী অফিস

পদবী পরিবর্ত্তন

আমি মনতোষ প্রামাণিক ওরফে মনতোষ সরকার পিতা জগন্নাথ প্রামাণিক সাং বংশবাটী। আজ ২৪-৯-৮৫ জঙ্গিপুর প্রথম শ্রেণীর জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে এফিডেবিট করে মনতোষ সরকার নামে পরিচিত হলাম।

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।